প্রথম আলো

# ওষুধের কারখানা সিলগালা, কর্মকর্তাকে দুই বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম|আপডেট: ০২:১৩, সেপ্টেম্বর ২৬, ২০১৪ | প্রিন্ট সংস্করণ

মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ, সিরাপ পুনরায় প্যাকেট ও বোতলজাত করা, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং অনুমোদনহীন ওষুধ উৎপাদনের দায়ে চট্টগ্রামে ফার্মিক ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড নামের একটি

প্রতিষ্ঠানের কারখানা বন্ধ (সিলগালা) করে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে কারখানার প্ল্যান্ট ব্যবস্থাপক সাধন বিশ্বাসকে দুই বছরের কারাদণ্ড এবং প্রতিষ্ঠানকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-৭ এই অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ওষুধ প্রশাসনের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

নগরের খুলশী এলাকায় চার নম্বর সড়কের একটি পাঁচতলা ভবনজুড়ে কারখানাটির অবস্থান। ভবনের বিভিন্ন তলায় ওষুধ উৎপাদনের কাজ হতো। বেলা ১১টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত চালানো অভিযানে কারখানার সব ওষুধ জব্দ করা হয়।

র‍্যাব-৭-এর সহকারী পরিচালক মোবাশ্বের হোসেন বলেন, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এই অভিযান চালানো হয়।

কারখানাটির মালিক রবিন ইস্পাহানি নামে এক ব্যক্তি বলে জানা গেছে। অভিযান চলাকালে তাঁকে কারখানায় পাওয়া যায়নি।

অভিযানের বিষয়ে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী হাকিম রাকিব হাসান বলেন, কারখানায় ঢুকে দেখা যায়, মেয়াদোত্তীর্ণ সিরাপ ও ট্যাবলেট নতুন করে প্যাকেট ও বোতলজাত করছিল কর্মীরা। অনেক ওষুধের প্যাকেট পাওয়া গেছে, যেখানে উৎপাদন বা মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ লেখা ছিল না। তিনি জানান, ওষুধ প্রশাসনের নিবন্ধন রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। কিন্তু অনুমোদন নেই, এমন অনেক ওষুধ নিয়মিত উৎপাদন করা হত। এছাড়া কারখানায় ওরস্যালাইন ও সিভিট তৈরি করতে দেখা গেছে। এগুলোর অনুমোদন নেই প্রতিষ্ঠানটির।

তবে অভিযান চলাকালে কারখানার ব্যবস্থাপক সাধন বিশ্বাস মেয়াদোত্তীর্ণ ও অনুমোদনহীন ওষুধ উৎপাদনের অভিযোগ অস্বীকার করেন। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘ওষুধ উৎপাদনের পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন এটা স্বীকার করছি। কিন্তু বাকি অভিযোগ সত্যি নয়। মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ও সিরাপ ধ্বংস করার জন্য জড়ো করে রাখা হয়েছিল। আর ওরস্যালাইন ও সিভিট আমাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ব্রাদার্স উৎপাদন করে। তাদের অনুমোদন আছে।’

ওষুধ প্রশাসন চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক আশরাফ হোসেন বলেন, কারখানাটি ওষুধ তৈরির নীতিমালা সঠিকভাবে অনুসরণ করেনি।